জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৬ । ৬১তম সংখ্যা

সংকট পেরিয়ে সম্মিলিত শক্তিতে নতুন জাগরণে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীনের প্রত্যয়ী নেতৃত্বে নবযাত্রা

রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়– একইসঙ্গে স্বপ্ন, সম্ভাবনা এবং দীর্ঘদিনের অপূর্ণতার গল্প। প্রতিষ্ঠার দুই দশক অতিক্রান্ত হলেও প্রত্যাশিত অগ্রগতির সঙ্গে বাস্তবতার ফারাক আজও চোখে পড়ে। ঠিক এই সন্ধিক্ষণেই দৃঢ় প্রত্যয়, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মমুখী মানসিকতা নিয়ে উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন।

উপাচার্য এই বাস্তবতাকে এড়িয়ে না গিয়ে বরং সাহসের সঙ্গে স্বীকার করেছেন এবং এটিকেই সামনে রেখে একটি বাস্তবভিত্তিক, সুসংগঠিত ও কার্যকর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে, অতীতের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আক্ষেপ নয়– বরং সেগুলোকে চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণই হতে পারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘুরে দাঁড়ানোর একমাত্র পথ।

দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতেই তিনি যে স্পষ্টবার্তা দিয়েছেন, তা অনুপ্রেরণার– "আর ভাবনার সময় নয়, এখন কাজের সময়"। তাঁর নেতৃত্বে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশ করেছে এক নতুন অধ্যায়ে, যেখানে উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে উঠবে পারস্পরিক সমন্বয়, জবাবদিহিতা এবং সময়ানুবর্তিতার ওপর। এই পরিবর্তনের রূপরেখা, তাঁর ভাবনা ও অঙ্গীকারকে আরও কাছ থেকে জানার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর উপাচার্য মহোদয়ের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। সেই সাক্ষাৎকারের সারবত্তা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মূল সুর এবং আগামীর পরিকল্পনার দিগ্‌নির্দেশনার চুম্বক অংশ এখানে পাঠকদের উদ্দেশে তুলে ধরা হলো:

শূন্য নয়, মাইনাস থেকে শুরু: বাস্তবতার নির্ভীক স্বীকারোক্তি

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন অত্যন্ত স্পষ্ট ও নির্ভীক ভাষায় তুলে ধরেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থান– এটি কোনো অলংকারিক বক্তব্য নয়, বরং দীর্ঘদিনের বাস্তবতার নির্যাস। তাঁর মতে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর প্রায় ২১ বছর অতিক্রান্ত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ও দৃশ্যমান অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রত্যাশিত ছিল, তা বাস্তবে অর্জিত হয়নি। ফলে এই প্রতিষ্ঠানকে শূন্য থেকে নয়, বরং মাইনাস অবস্থা থেকে পুনর্গঠনের কঠিন যাত্রা শুরু করতে হচ্ছে।

তিনি উল্লেখ করেন, রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত থেকেছে দীর্ঘদিন। একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়– যেমন কুমিল্লা ও বরিশালের অবকাঠামো, আবাসন ও শিক্ষা-সহায়ক সুবিধার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সেই তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। এই বৈষম্যের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে শিক্ষার্থীদের ওপর, যাদের একটি বড় অংশ জাতীয় পর্যায়ে মেধা ও প্রতিযোগিতায় নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করলেও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার দিক থেকে তারা বঞ্চিত।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীনের যোগদান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন। ১৭ মার্চ তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর আগে ১৬ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর তাঁকে চার বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।

উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীনের যোগদান (১৭ মার্চ)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে জারি করা এক অফিস আদেশে জানানো হয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫-এর ১০ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীনকে আগামী চার বছরের জন্য উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার আতাপুর গ্রামে ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই সন্তানের জনক। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৩ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা

অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন ১৯৯৭ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হল ও প্রশাসনিক দপ্তরে প্রশাসক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৮ সালে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এখানে তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান এবং কলা অনুষদের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসনিক দক্ষতা ও নেতৃত্বগুণের জন্য তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ও বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রুলস ও রেগুলেশন প্রণয়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

আবাসন সংকট: শিক্ষার্থীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রাধিকার

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুতর সংকট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যাকে। পুরান ঢাকার ঘিঞ্জি ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে নিরাপদ বাসস্থানের অভাবে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে যা তাদের একাডেমিক জীবনকেও ব্যাহত করছে।

বিশেষত ছাত্রদের জন্য কোনো আবাসিক হল না থাকা এবং একমাত্র ছাত্রী হলের অপ্রতুলতা– এই দীর্ঘদিনের বঞ্চনাকে তিনি একটি মৌলিক সমস্যারূপে দেখছেন। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য এই অনিশ্চয়তা আরও কষ্টকর হয়ে ওঠে, যা তাদের শিক্ষাজীবনে অযাচিত বিলম্ব তৈরি করে।

এ প্রেক্ষাপটে তিনি আবাসন সংকট সমাধানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ইতোমধ্যে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ শুরু করেছেন। পাশাপাশি তিনি গত বছরের (২০২৫) মে মাসে সংঘটিত 'যমুনা আন্দোলন'-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি আদায়ে তিনি নিজেই সেই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আন্দোলনের পর সরকারের পক্ষ থেকে সম্পূরক বৃত্তির যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি– এক টাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেনি। তবে তিনি আশাবাদী–নতুন সরকারের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই ন্যায্য অধিকার আদায় করা সম্ভব হবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, আবাসন ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়।

অবকাঠামো উন্নয়ন: ঝুঁকি থেকে নিরাপত্তার পথে জরুরি পদক্ষেপ

সম্প্রতি গণিত বিভাগের একটি কক্ষে ছাদের অংশ ধ্বসে পড়ে দুইজন শিক্ষার্থী আহত হওয়ার ঘটনায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত দুর্বলতা নতুন করে সামনে

এসেছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন এ ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন কোনো দুর্ঘটনা হিসেবে না দেখে বরং দীর্ঘদিনের অবহেলা ও পুরোনো স্থাপনার ঝুঁকির প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

তিনি উল্লেখ করেন, ২০০5 সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও এর ভবনগুলো নির্মিত হয়েছে ১৯৫০-৬০-এর দশকে। সময়ের সাথে সাথে জরাজীর্ণ হয়ে-পড়া এসব ভবনে প্রতিনিয়ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই এ পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়াকে তিনি অত্যন্ত জরুরি মনে করেছেন।

ঘটনার পরপরই প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এড়িয়ে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ভবনে রেট্রোফিটিং করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একইসঙ্গে গণিত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প স্থানের ব্যবস্থা করে শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয়, সে বিষয়টিও নিশ্চিত করেছেন। যদিও এতে সাময়িক কিছু অসুবিধা রয়েছে, তবুও বৃহত্তর নিরাপত্তা ও স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেছেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কীভাবে স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়েও কাজ চলছে। তার দৃঢ় অবস্থান এখন আর শুধু পরিকল্পনা নয়, বাস্তবায়নই সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি নিরাপদ ও টেকসই শিক্ষার পরিবেশে রূপান্তরের প্রত্যয়েরই বহিঃপ্রকাশ।

গবেষণা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর ২৭টি গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি জবি সাদা দলের সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমানে ইউট্যাব কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও জবি ইউট্যাবের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও শিক্ষার্থী কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্রীড়া কমিটি, মসজিদ পরিচালনা কমিটি এবং শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট একাধিক কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অংশগ্রহণ

শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিলেন।

নতুন উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে নতুন গতি সঞ্চার হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্টগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দ্বিতীয় ক্যাম্পাস: স্থবিরতা ভেঙে দৃশ্যমান অগ্রগতির প্রত্যয়

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুল প্রত্যাশিত দ্বিতীয় ক্যাম্পাস প্রকল্প, যা ২০১৮ সালে শুরু হলেও দীর্ঘদিন ধরে কার্যত স্থবির অবস্থায় রয়েছে, সেটিকে পুনরুজ্জীবিত করাকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করছেন। বছরের পর বছর 'কাজ চলছে' কথাটি শোনা গেলেও বাস্তবে দৃশ্যমান অগ্রগতি না হওয়ায় এই প্রকল্পটি শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে এক ধরনের হতাশার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তিনি বিষয়টিকে নতুন করে গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন এবং জটিলতা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ইতোমধ্যে তিনি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট পিআইসি ও ওয়ার্কস কমিটিসহ একাধিক সমন্বয় সভা করেছেন, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পাশাপাশি ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছেন। এই বহুপক্ষীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতিতে বিদ্যমান প্রশাসনিক ও কারিগরি জটিলতাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই আলোচনার ভিত্তিতে একটি বাস্তবসম্মত ও কার্যকর রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য- প্রকল্পের কাজকে দৃশ্যমান পর্যায়ে নিয়ে আসা। উপাচার্য জোর দিয়ে বলেছেন, এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের দায়িত্বশীলতা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করা। এখন লক্ষ্য দ্রুত বাস্তবায়ন, যেখানে ফাইল জট যেন অগ্রগতির পথে বাধা না হয়।

সেশনজটমুক্ত শিক্ষা: 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালুর উদ্যোগ

শিক্ষার্থীদের জীবনের মূল্যবান সময় অপচয়কে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন স্পষ্টভাবেই অন্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দায়িত্বই হলো নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীদের স্নাতক সম্পন্নের নিশ্চয়তা দেওয়া- সেখানে বছরের পর বছর সেশনজট চলমান থাকা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এই বাস্তবতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যেই তিনি একটি সময়োপযোগী ও কার্যকর 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালুর উদ্যোগ নিয়েছেন। ইতোমধ্যে একজন সিনিয়র ডিনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে, যারা বিদ্যমান সেশনজটের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দ্রুত নিরসনের একটি বাস্তবসম্মত রূপরেখা প্রণয়ন করবে।

কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে একাডেমিক কাউন্সিলে বিষয়টি উপস্থাপন করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। উপাচার্যের লক্ষ্য অত্যন্ত স্পষ্ট- সেশনজটকে 'জিরো আওয়ারে' নামিয়ে এনে শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই স্নাতক সম্পন্নের নিশ্চয়তা দেওয়া। তার এই উদ্যোগ শুধু প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়; এটি শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়বদ্ধতার একটি শক্তিশালী প্রতিফলন যেখানে প্রতিটি সেমিস্টার, প্রতিটি পরীক্ষা এবং প্রতিটি দিনকে গুরুত্ব দিয়ে সময়মতো শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করার পরিবেশ নিশ্চিত করার অঙ্গীকারই মুখ্য।

সমন্বিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার: শৃঙ্খলার নতুন দিগন্ত

নতুন শিক্ষাবর্ষকে আরও সুশৃঙ্খল ও কার্যকর করতে উপাচার্য মহোদয় একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন- ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর নির্ধারিত তারিখ (৩ মে, ২০২৬) থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগে একযোগে ক্লাস শুরু হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের শুরুতেই কোনো ধরনের একাডেমিক বৈষম্য বা বিলম্বের সম্মুখীন হতে হবে না। একই সঙ্গে একটি সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা পুরো শিক্ষাবর্ষকে নির্দিষ্ট সময়সূচির মধ্যে পরিচালিত করবে। এই ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে সেশনজট দূর করে সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করা হবে, ফলে শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়েই তাদের শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করতে পারবে।

দায়িত্বশীল প্রশাসন: উপস্থিতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি

প্রশাসনিক কার্যক্রমে শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে উপাচার্য মহোদয় একটি দৃঢ় কিন্তু মানবিক অবস্থান গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন দপ্তর হঠাৎ পরিদর্শনের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন দায়িত্ব পালনে কোনো ধরনের অবহেলা বা শৈথিল্যের সুযোগ নেই। তবে তিনি শাস্তিমূলক পদক্ষেপের পরিবর্তে পরিবর্তনের মূল ভিত্তি হিসেবে দেখছেন প্রেরণা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং আত্মসচেতনতাকে। তাঁর বিশ্বাস, প্রশাসনিক সংস্কার টেকসই হতে হলে তা ভয়ের মাধ্যমে নয়, বরং দায়িত্ববোধ ও আন্তরিকতার মাধ্যমেই অর্জিত হওয়া উচিত।

শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান: প্রতিটি মুহূর্তেই শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ

উপাচার্য মহোদয়ের বার্তা শিক্ষকদের প্রতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও গভীর- একজন শিক্ষার্থীর জীবন থেকে যেন একটি মিনিটও অকারণে নষ্ট না হয়। তিনি মনে করেন, শিক্ষকের মূল দায়িত্ব হলো সময়মতো ও নিয়মিত ক্লাস নিশ্চিত করা, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের একাডেমিক যাত্রায় কোনো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি ৪০টি বিভাগ/ইনস্টিটিউটের ক্লাস কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কার্যকর তথ্যপ্রবাহ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এর মাধ্যমে কোনো বিভাগে ক্লাস না হলে তা দ্রুত প্রশাসনের নজরে আসবে। তবে তার এই উদ্যোগের মূল ভিত্তি শাস্তি নয়; বরং সচেতনতা, প্রেরণা এবং দায়িত্ববোধের বিকাশ। প্রথমে তিনি শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতা ও আত্মসচেতনতার মাধ্যমে মানোন্নয়নে বিশ্বাসী। তবে দীর্ঘমেয়াদে দায়িত্ব পালনে অবহেলা চলতে থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও তিনি স্পষ্ট করেছেন।

শিক্ষার্থী রাজনীতি: সংঘাত নয়, সহযোগিতার সংস্কৃতি

বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনমুখর পরিবেশকে একটি ইতিবাচক ও দায়িত্বশীল ধারায় রূপান্তর করতে উপাচার্য মহোদয় ইতোমধ্যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একাধিকবার মতবিনিময় করেছেন। এসব আলোচনায় তিনি শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেন। তার প্রত্যাশা হলো- অযৌক্তিক বিরোধিতা বা অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা নয়, বরং ন্যায়সংগত দাবিতে গঠনমূলক ভূমিকা রাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কল্যাণে সম্মিলিতভাবে কাজ করা। তিনি মনে করেন, আন্দোলন তখনই অর্থবহ হয় যখন তা সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়, বিভাজন সৃষ্টি করে না। উপাচার্য মহোদয়ের বিশ্বাস, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তার শিক্ষার্থীরাই- যাদের সহযোগিতা ও দায়িত্বশীল অংশগ্রহণের মাধ্যমেই একটি স্থিতিশীল, উন্নয়নমুখী ও সুন্দর ক্যাম্পাস গড়ে তোলা সম্ভব।

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান

তার শেষ বার্তা একটাই- "প্রত্যেকে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাবে।" এটি শুধু একটি প্রশাসনিক আহ্বান নয়, বরং একটি সমন্বিত দর্শন- যেখানে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি দায়িত্ব, প্রতিটি মুহূর্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের নেতৃত্বে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এখন পরিবর্তনের দোরগোড়ায়। চ্যালেঞ্জ আছে, সীমাবদ্ধতা আছে- তবুও আছে দৃঢ় প্রত্যয়, সুস্পষ্ট পরিকল্পনা এবং সবচেয়ে বড় শক্তি- সম্মিলিত উদ্যোগ। এই যাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ক্রিয়াশীল সংগঠনগুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার- যাদের হাত ধরেই বাস্তবায়িত হবে একটি স্বপ্নের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে জবি উপাচার্যের শ্রদ্ধা নিবেদন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন ১৮ মার্চ শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম) এবং দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন নব-নিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. রইছ উদ্‌দীন

পুষ্পস্তবক অর্পণের পর তিনি উভয় নেতার আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। এ সময় তিনি দেশ ও জাতির প্রতি তাঁদের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোঃ শেখ গিয়াস উদ্দিন, শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মঞ্জুর মুর্শেদ ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. ইমরানুল হক, ইউট্যাব জবি শাখার সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নাছির আহমাদ প্রমুখ।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জবির নেতৃবৃন্দ উক্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, এ আয়োজনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জাতির গুরুত্বপূর্ণ দুই নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষা ও গবেষণার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

জবিতে উপাচার্য পড়ালেন ঈদের জামাত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন ২১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজ আদায় করেন। তিনি ঈদের জামাতে ইমামতি করেন এবং খুতবা প্রদান করেন।

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে ঈদের খুতবা প্রদান করছেন উপাচার্য

নামাজ শেষে উপাচার্য দু'আ পরিচালনা করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন। পাশাপাশি দেশ ও জাতির সার্বিক মঙ্গল এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্যের কল্যাণ কামনা করেন। উপাচার্যের কনফারেন্স রুমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ সাংবাদিকদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মঞ্জুর মুর্শেদ ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. ইমরানুল হকসহ অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের সঙ্গে এবং পরস্পরের মধ্যে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

শুভেচ্ছা বিনিময়কালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন বলেন, যেকোনো নামাজে ইমামতির সময় যেমন মুসল্লিরা ইমামকে অনুসরণ করেন এবং ইমামের কোনো ত্রুটি হলে মুক্তাদিরা তা সংশোধন (লুকমা) করে থাকেন, এমনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় কোনো ধরনের ভুল হলে সংশ্লিষ্ট সবার কাছ থেকে গঠনমূলক ও সংশোধনমূলক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা এবং একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানান।

উপাচার্য আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি সদস্য নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তিনি আগামী ঈদে আরও বড় পরিসরে আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং রমজান মাসে অর্জিত আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির শিক্ষা সারা বছর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন-এর নেতৃত্বে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন

সকাল সাড়ে দশটায় উপাচার্যের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় জিয়া উদ্যানে মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম) এবং দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

শ্রদ্ধা নিবেদনকালে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোঃ শেখ গিয়াস উদ্দিন, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মঞ্জুর মুর্শেদ ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. ইমরানুল হক, ইউট্যাব জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নাছির আহমাদ, প্রক্টর, বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালকসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জবি শাখার নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং ইউট্যাব জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষ থেকে পৃথকভাবে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

উল্লেখ্য, দিবসটি উপলক্ষ্যে ভোরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা করা হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্যের সঙ্গে সকল শিক্ষকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩১ মার্চ ২০২৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে উপাচার্য মহোদয়ের সভাপতিত্বে এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম কর্মদিবস থেকেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে মতবিনিময় করে আসছেন। এরই অংশ হিসেবে সকল শিক্ষকের সঙ্গে এই সভা আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো উপাচার্য নিয়োগের পরপরই সকল শিক্ষকের সঙ্গে একই মিলনায়তনে এ ধরনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হলো।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন

সভায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন সকল শিক্ষককে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, অতীতে একাধিক উপাচার্য দায়িত্ব পালন করলেও বিশ্ববিদ্যালয় কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে পারেনি। পূর্বে উপাচার্যকে কেন্দ্র করে একটি বলয় সৃষ্টি হতো, যা প্রশাসনিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটাতো। তবে তাঁর আমলে এমন কোনো বলয় থাকবে না বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি দলমত নির্বিশেষে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষার্থীদের ক্লাস, পরীক্ষা ও ফলাফল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। একই সঙ্গে অযাচিত ও অযৌক্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান জানান।

তিনি আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে শিক্ষার্থীদের সম্পূরক বৃত্তি এবং দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ এগিয়ে নেওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সেশনজট নিরসনে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালুর পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন তিনি। নিয়মিত সিন্ডিকেট সভা আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও সকলের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়কে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সকল শিক্ষককে একত্রিত করে এ ধরনের আয়োজন বর্তমান উপাচার্যের নেতৃত্বেই সম্ভব হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, উপাচার্যের অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মঞ্জুর মুর্শেদ ভূঁইয়া নবনিযুক্ত উপাচার্যের সুদক্ষ নেতৃত্ব ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. ইমরানুল হক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউট যদি পৃথক ইউনিট হিসেবে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে, তবে উপাচার্যের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্লোবাল মানে উন্নীত করা সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, উপাচার্য হিসেবে তাঁর নিয়োগ যেমন আনন্দের, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের প্রত্যাশাও অনেক। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে সবার সম্মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন।

ডিনদের পক্ষ থেকে জ্যেষ্ঠ হিসেবে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. পরিমল বালা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন উপাচার্যের নেতৃত্বে কাজ করতে হবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রথম সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম বলেন, উপাচার্য মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

সভায় আরও বক্তব্য দেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল বাকী, সংগীত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. অণিমা রায়, লোক প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আয়শা জাহান এবং আইন ও ভূমি প্রশাসন বিভাগের প্রভাষক মিজানুর রহমান।

সভাটি সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোঃ শেখ গিয়াস উদ্দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ ও সমন্বিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদের ডিন, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভাগীয় চেয়ারম্যান এবং সকল শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

শহিদ সাজিদের কবর জিয়ারত ও শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন জবি উপাচার্য

২৭ মার্চ জুলাই গণঅভ্যুত্থানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শহিদ ইকরামুল হক সাজিদের কবর জিয়ারত ও তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন। তিনি টাঙ্গাইলের ধনবাড়িতে অবস্থিত শহিদ সাজিদের কবর জিয়ারত করেন এবং গভীর শ্রদ্ধার সাথে তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

জিয়ারতকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), বিভিন্ন অনুষদের ডিন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ইউট্যাব জবি শাখার নেতৃবৃন্দ, প্রক্টর, বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালকসহ জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, জকসু ও বিভিন্ন ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ এবং এলাকাবাসী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

কবর জিয়ারত শেষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন বলেন, যাদের আত্মদানে আমরা ফ্যাসিবাদমুক্ত হয়েছি, তাদের মধ্যে আমাদের সূর্যসন্তান সাজিদ অন্যতম। শহিদ সাজিদ আমাদের গর্ব ও প্রেরণার উৎস। তার আত্মত্যাগের বিনিময়ে জাতি আজ এক স্বৈরাচারী শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা এমন এক সন্তানের কবর জিয়ারত করছি, যার আত্মদান আমাদের সম্মানিত করেছে। আল্লাহ তাঁকে আরও সম্মানিত করুন।

তিনি উল্লেখ করেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার সবসময় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ সাজিদের পরিবারের পাশে থাকবে। পাশাপাশি তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন যে, ১৯৭১ এবং ২০২৪ সালের শহিদদের আত্মত্যাগকে সামনে রেখে দেশের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া উচিত।

শহিদ সাজিদের কবর জিয়ারত করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থীগণ, জকসু ও বিভিন্ন ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনের নেতৃবৃন্দ

উপাচার্য আরও বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংগঠনগুলোর স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্যের ঐক্য আজকের উপস্থিতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সবার উপস্থিতি প্রমাণ করে শহিদ সাজিদের প্রতি সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। তিনি বলেন, সাজিদের আত্মত্যাগ তাকে ইতিহাসে স্থান করে দিয়েছে এবং জবিকে সম্মানিত করেছে।

এ সময় শহিদ সাজিদের মা উপস্থিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তার সন্তানের জন্য দোয়া কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোঃ শেখ গিয়াস উদ্দিন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাঃ আলী নূর, শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মঞ্জুর মুর্শেদ ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. ইমরানুল হক এবং এআইএস বিভাগের অধ্যাপক ড. শফিকুর রহমান। এছাড়াও স্থানীয় থানা ও পৌর বিএনপি নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন।

বক্তারা শহিদ সাজিদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে তার আত্মত্যাগের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একইসাথে তারা উপাচার্যকে ধন্যবাদ জানান শহিদ সাজিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এবং তার পরিবারের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জবির শিক্ষক মুহাম্মদ জহিরুল ইসলামের মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শোক ও দোয়া অনুষ্ঠিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ জহিরুল ইসলামের ইন্তেকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে। তিনি দীর্ঘদিন দূরারোগ্য ব্রেইন টিউমারের সঙ্গে লড়াই করে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তাঁর মৃত্যুতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে। মহান আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন এবং শোকাহত পরিবারকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক প্রদান করেন।

তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ২৯ মার্চ বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

উপাচার্য ও ট্রেজারার সাথে নবনির্বাচিত শিক্ষক সমিতির সাক্ষাৎ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম, পিএইচডি এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

উপাচার্যকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন শিক্ষক সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি

এ সময় শিক্ষক সমিতির নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০২৬-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. ইমরানুল হকসহ পরিষদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম 'ছাত্র সংসদ নির্বাচন ২০২৫' অনুষ্ঠিত

ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে ৬ জানুয়ারি প্রথমবারের মতো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ছাত্র সংসদ নির্বাচন' অনুষ্ঠিত হয়। ৩৯ কেন্দ্রে ১৭৮টি বুথে ভোট গ্রহণ চলে সকাল ৯টা হতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত একটানা।

ভোট গণণা শেষে ৮ জানুয়ারি 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন ২০২৫' এর প্রধান কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান ফলাফল ঘোষণা করেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ২১ পদের বিপরীতে ১৫৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ভোটার সংখ্যা ১৬,৬৪৫ জন।

সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস), সহ-সাধারণ সম্পাদকসহ (এজিএস) ছাত্র সংসদের ২১টি পদের মধ্যে ১৬টিতেই জয় পেয়েছে 'অদম্য জবিয়ান ঐক্য' প্যানেল আর 'ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান' প্যানেল থেকে পাঁচটি পদে জয় পেয়েছে।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে আইন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোঃ রিয়াজুল ইসলাম; সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে আইন ও ভূমি প্রশাসন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আব্দুল আলিম আরিফ এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মাসুদ রানা নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র সম্পাদক পদে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোঃ নুর নবী; শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ইব্রাহীম খলিল; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোছাঃ সুখীমন খাতুন; স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে ফিন্যান্স বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী নুর মোহাম্মদ; আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদে আইন বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী হাবীব মোঃ ফারুক আযম; আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী নওশীন নাওয়ার জয়া; সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে নাট্যকলা বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোঃ তাকরিম মিয়া (তাকরিম আহমদ); ক্রীড়া সম্পাদক পদে নাট্যকলা বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ জর্জিস আনোয়ার নাঈম; পরিবহন সম্পাদক পদে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোঃ মাহিদ হোসেন; সমাজসেবা ও শিক্ষার্থীকল্যাণ সম্পাদক পদে ইসলামের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোস্তাফিজুর রহমান; পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক পদে বাংলা বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোঃ রিয়াসাল রাকিব নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়াও লোকপ্রশাসন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ফাতেমা আক্তার, অর্থনীতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মোঃ আকিব হাসান, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী শান্তা আক্তার, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মোঃ মেহেদী হাসান, ফিন্যান্স বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী মোঃ সাদমান আমিন (সাদমান সাম্য), ইংরেজি বিভাগের স্নাতক চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী জাহিদ হাসান এবং ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী মো. আবদুল্লাহ আল ফারুক কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

অন্যদিকে জবি'র একমাত্র ছাত্রী হল নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে মোছা. জান্নাতুল উম্মি তারিন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সুমাইয়া তাবাসসুম এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে রেদওয়ানা খাওলা নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও অন্যান্য সম্পাদকীয় পদে বিজয়ীরা হলেন- সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ফারজানা আক্তার, সংস্কৃতি সম্পাদক পদে ফাতেমা-তুজ-জোহরা, পাঠাগার সম্পাদক পদে ফাতেমা তুজ জোহরা সামিয়া, ক্রীড়া সম্পাদক সাবিকুন নাহার, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ সম্পাদক পদে ফারজানা আক্তার এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক মোছাঃ খাদিজা খাতুন নির্বাচিত হয়েছে। আর সাবরিনা আক্তার, নওশীন বিনতে আলম, মোছাঃ সায়মা খাতুন ও লস্কর রুবাইয়াত জাহান কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

বেগম খালেদা জিয়া স্মরণে প্রবন্ধ উপস্থাপন, স্মরণসভা, চিত্র প্রদর্শনী ও দোয়া অনুষ্ঠিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আয়োজনে ২৬ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও দেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে স্মরণ করে 'বেগম খালেদা জিয়া: জাতীয় আস্থা ও নির্ভরতার প্রতিচ্ছবি' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য। এসময় মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন অতিথি, আলোচক ও শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম, পিএইচডি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের সূচনা করেছিলেন এবং বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সেই গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্ব ঐতিহাসিক। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার তাঁকে আজীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে এবং ভবিষ্যতে তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে একাডেমিক গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে 'বেগম খালেদা জিয়া: জাতীয় আস্থা ও নির্ভরতার প্রতিচ্ছবি' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. তারেক মুহাম্মদ শামসুল আরেফীন। স্মরণসভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ নুরুল ইসলাম, পিএইচডি।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন এবং জিয়া পরিষদের কেন্দ্রীয় মহাসচিব অধ্যাপক ড. এমতাজ হোসেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. ইমরানুল হক। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষক সমিতির সদস্য অধ্যাপক ড. নাছির আহমাদ।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন বলেন, বেগম খালেদা জিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলেই আজ এখানকার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এ বিশ্ববিদ্যালয়কে ধারণ ও লালন করতে পারছেন। তাঁর ঐতিহাসিক উদ্যোগের ফলেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১৯ হাজার শিক্ষার্থী তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন বলেন, নানা প্রতিকূলতা ও অপপ্রচারের মাঝেও নতুন প্রজন্ম বেগম খালেদা জিয়ার প্রকৃত অবদান ও নেতৃত্বকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করছে, যা আশাব্যঞ্জক।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, প্রক্টর, হল প্রভোস্ট, দপ্তরপ্রধান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এ উপলক্ষ্যে শহিদ সাজিদ ভবনের নিচতলায় দিনব্যাপী স্থিরচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, যেখানে বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়। এছাড়া বাদ জোহর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়।

একাডেমিক সংবাদ

জার্নাল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস–এর ত্রয়োদশ ভলিয়মের মোড়ক উন্মোচন

৯ ফেব্রুয়ারি জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস–এর ত্রয়োদশ ভলিয়মের মোড়ক উন্মোচন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম, পিএইচডি। জার্নালটির এবারের ভলিয়মে মোট তেরোটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন এবং জার্নালটির প্রধান সম্পাদক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সানজিদা ফারহানাসহ সম্পাদনা কমিটির সহযোগী সম্পাদক ও সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জার্নাল অব বিজনেস স্টাডিজ–এর ত্রয়োদশ ভলিয়মের মোড়ক উন্মোচন

২৫ ফেব্রুয়ারি জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব বিজনেস স্টাডিজ–এর ত্রয়োদশ ভলিয়মের (২য় সংখ্যা) মোড়ক উন্মোচন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম, পিএইচডি এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন। জার্নালটির এবারের ভলিয়মের দ্বিতীয় সংখ্যায় মোট ষোলটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

এ সময় জার্নালটির প্রধান সম্পাদক ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মঞ্জুর মুর্শেদ ভূঁইয়া এবং বর্তমান ডিন অধ্যাপক ড. মোহাঃ আলী নূর ও সম্পাদনা কমিটির সহযোগী সম্পাদক ও সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি/মানববন্ধন/র‍্যালি

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস–২০২৬ উপলক্ষ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়–এর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম, পিএইচডি–এর নেতৃত্বে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার–এ উপস্থিত হয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন উপাচার্য ও ট্রেজারার

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. ইমরানুল হক, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রভোস্ট ও দপ্তরসমূহের পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শেষে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে নীরবতা পালন করা হয়। এছাড়া, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাদা দল এবং ইউট্যাব জবি'র পক্ষ থেকেও পৃথকভাবে শহিদদের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এর আগে ২০ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ১২টা ০১ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইনস্টিটিউট, বিভাগ, জকসু ও হল শিক্ষার্থী সংসদ স্ব–স্ব ব্যানারে জবি ক্যাম্পাসে অবস্থিত শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। পাশাপাশি নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল, সাংবাদিক সংগঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, সেবামূলক সংগঠন এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকেও একে একে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়।

নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনীতে জবির ত্রিমাত্রিক শিল্প ও নকশা বিভাগের শিক্ষকের গ্র্যান্ড পুরস্কার লাভ

'২৪তম নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী ২০২৫'–তে 'নির্মাণ ও বিভ্রান্তি' শিরোনামের স্থাপনা শিল্পকর্মের জন্য 'গ্র্যান্ড প্রাইজ' লাভ করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিমাত্রিক শিল্প ও নকশা বিভাগের শিক্ষক আসফিকুর রহমান।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত '২৪তম নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী ২০২৫'–এর সমাপনী জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

১১ ডিসেম্বর শুরু হওয়া এই প্রদর্শনীর জন্য ৬৮১জন নবীন শিল্পীর ১ হাজার ৩৯৩টি শিল্পকর্ম জমা পড়ে। সেখান থেকে শিল্পকর্ম বাছাই কমিটি ১৯১ জন শিল্পীর ২১৫টি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচন করে। এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন মাধ্যম, যেমন– চিত্রকলা, ভাস্কর্য, প্রাচ্যকলা, কারুশিল্প, মৃৎশিল্প, আলোকচিত্র, স্থাপনাশিল্প, পারফরমেন্স আর্ট, নিউ মিডিয়া আর্টসহ চারুশিল্পের প্রায় সকল মাধ্যমের শিল্পকর্ম ছিল। বাছাইকৃত ১৯১ জন শিল্পীকে পুরস্কারের আওতায় এনে মোট ১০টি শিল্পকর্মের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বেস্ট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড পেল জবি শিক্ষার্থীর 'হোয়াট ইফ'

২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্যানোরমা ট্যালেন্ট সেকশনে 'বেস্ট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড' জিতেছে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'হোয়াট ইফ' (What If)। সিনেমাটির নির্মাতা তানহা তাবাসসুম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগের ২০২৩–২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।

প্যানোরমা ট্যালেন্ট সেকশনে 'বেস্ট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্ত জবি শিক্ষার্থী তানহা তাবাসসুম

১৮ জানুয়ারি জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে সেরা চলচ্চিত্রসহ বিভিন্ন বিভাগের পুরস্কারজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়।

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন হাসান আল সাবিত, তাসনিম শুচি, কাব্য রাহা, আলভী আবীব ও সাইন আহমেদ পবন। চলচ্চিত্রটির চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ছিলেন আরিফুর রহমান এবং ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ছিলেন রুদ্র ব্যানার্জি। এ ছাড়া কালার গ্রেডিং করেছেন মুরসালিন, সাউন্ড মিক্সিং ও ডিজাইনের দায়িত্বে ছিলেন সৈকত সিনহা এবং ভোকাল আর্টিস্ট হিসেবে ছিলেন জান্নাতুল তোশা। চলচ্চিত্রটির এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার ছিলেন আলভী আবীব এবং ক্রিয়েটিভ প্রডিউসার ছিলেন শাহ সাকিব সোবহান।

উল্লেখ্য, 'নান্দনিক চলচ্চিত্র, মননশীল দর্শক, আলোকিত সমাজ' স্লোগানে ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ১৮ জানুয়ারি সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এশিয়ার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ এই উৎসবে বিশ্বের ৯১টি দেশের ২৪৫টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

বাংলাদেশ ইকোনমিক অলিম্পিয়াডে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীর পুরস্কার লাভ

'বাংলাদেশ ইকোনমিক্স অলিম্পিয়াড (বিডিইও) ২০২৬'–এর জাতীয় পর্বে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ সাইফ অ্যাডভান্স ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হন। ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতায় ৪০০ জন শিক্ষার্থী অর্থনৈতিক জ্ঞান ও বিশ্লেষণী দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরার সুযোগ পায়।

নিয়োগ/যোগদান

- চারুকলা অনুষদভুক্ত প্রিন্টমেকিং বিভাগের অধ্যাপক ড. বজলুর রশীদ খানকে ১১ জানুয়ারি হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য উক্ত অনুষদের ডিন হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
- লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদভুক্ত প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল আলীমকে ৪ ফেব্রুয়ারি হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য উক্ত অনুষদের ডিন হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
- বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাঃ আলী নূরকে ৭ ফেব্রুয়ারি হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য উক্ত অনুষদের ডিন হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
- পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তারেককে ৮ ফেব্রুয়ারি হতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
- কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আবু লায়েককে ৮ ফেব্রুয়ারি হতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
- নাট্যকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুবাইয়া জাবীন প্রিয়তাকে ২০ ফেব্রুয়ারি হতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
- উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী নাহিদা বেগমকে ৫ মার্চ হতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

- রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আমিনুল হককে ৮ মার্চ হতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
- ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ নুরুল্লাহকে ৩০ মার্চ হতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
- কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনকে ৩০ মার্চ হতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রক্টর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ডিগ্রি প্রদান

পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান

- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের অধীনে শাহনাজ পারভীনকে তাঁর রচিত 'বাংলাদেশে কাওমি মাদ্রাসা শিক্ষার আর্থ-সামাজিক প্রভাব: ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত' (Socio-Economic Impact of Qawmi Madrasah Education in Bangladesh: Historical Perspective) শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ২ ফেব্রুয়ারি (২০২৬) অনুষ্ঠিত ১১০তম সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ ওমর ফারুককে তাঁর রচিত 'ইসলামে নিরাপদ খাদ্য নীতিমালা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' (The Food Safety Policy in Islam: Bangladesh Perspective) শীর্ষক অভিসন্দর্ভের এবং মুহাম্মাদ মাহমুদুল হাসানকে তাঁহার রচিত 'আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: আল কুরআন ও হাদিসের আলোকে পর্যালোচনা' (Interfaith Dialogue: A Review in the Light of the Al-Qur'an and Hadith) জন্য ২ ফেব্রুয়ারি (২০২৬) অনুষ্ঠিত ১১০তম সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত দর্শন বিভাগের অধীনে সাজিয়া আফরিনকে তাঁর রচিত 'A Philosophical Investigation of Karl Popper's Critical Rationalism' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ২ ফেব্রুয়ারি (২০২৬) অনুষ্ঠিত ১১০তম সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের অন্তর্গত ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মুহাম্মদ শারিফুল ইসলামকে তাঁর রচিত 'Impact of Adoption of Electronic Human Resource Management on Performance of Employees in Bangladesh' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ২ ফেব্রুয়ারি (২০২৬) অনুষ্ঠিত ১১০তম সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত রসায়ন অধীনে আব্দুল আওয়ালকে তাঁর রচিত 'Surface Engineering with Nanomaterials and Polymers for the Fabrication of Electrochemical Sensors' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ২ ফেব্রুয়ারি (২০২৬) অনুষ্ঠিত ১১০তম সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত গণিত বিভাগের অধীনে মো. আব্দুল্লাহ বিন মাসুদকে তাঁর রচিত 'Dynamic Games for Linear Stochastic Systems in Epidemilogy' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের এবং মোঃ মাহাফুজুর রহমানকে 'Natural Convection in Estuaries Under Valleys' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ২ ফেব্রুয়ারি (২০২৬) অনুষ্ঠিত ১১০তম সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত পদার্থবিজ্ঞান অধীনে মো. ওহিদুজ্জামানকে তাঁর রচিত 'Green Synthesis and Characterization of Silver Nanopartieles form Different Vegetative, Fruits adn Leaves for Power Monitoring' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ২ ফেব্রুয়ারি (২০২৬) অনুষ্ঠিত ১১০তম সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদের অন্তর্গত উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে রাজিয়া সুলতানাকে তাঁর রচিত 'Molecular and Computational Approaches for Screening indigenous Actinomycetes for Potential Antibiotics' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ২ ফেব্রুয়ারি (২০২৬) অনুষ্ঠিত ১১০তম সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান

- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অন্তর্গত ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধীনে শুভ্র দেব বিশ্বাস শুভকে তাঁর রচিত 'Impact of Eco-Tourism Management on Community Development in Bangladesh' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ২ ফেব্রুয়ারি (২০২৬) অনুষ্ঠিত ১১০তম সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত রসায়ন বিভাগের অধীনে মো. খালিলুর রহমানকে তাঁর রচিত 'Synthesis, Biological Activity and In Silico Studies of Nitrobenzene Based Sustituted Thiazoles' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এবং ফরিদ উদ্দিন আহমদকে 'Synthesis, Biological Activity, Molecular Docking and Dynamics Studies of Methylfuran-Thaizole Derivaties' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ২ ফেব্রুয়ারি (২০২৬) অনুষ্ঠিত ১১০তম সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে আনিশা আক্তারকে তাঁর রচিত 'Bangla Cyber Building Detection and Classification using Deep Learning Methods' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ২ ফেব্রুয়ারি (২০২৬) অনুষ্ঠিত ১১০তম সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত সমাজকর্ম বিভাগের অধীনে সৈয়দা ফাতিমা জাহিদকে তাঁর রচিত 'Approaches of Child Welfare Agencies and Child Well-being in Bangladesh' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ২ ফেব্রুয়ারি (২০২৬) অনুষ্ঠিত ১১০তম সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের অন্তর্গত আইন বিভাগের অধীনে আকনুক জুবিউল্লাহকে তাঁর রচিত 'Law Governing Loan Activities of the World Bank: A Critical Review' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ২ ফেব্রুয়ারি (২০২৬) অনুষ্ঠিত ১১০তম সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদের অন্তর্গত মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধীনে তানিয়া রহমানকে তাঁর রচিত 'Clove Extracts to Prevent Periodontal Diseases' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ২ ফেব্রুয়ারি (২০২৬) অনুষ্ঠিত ১১০তম সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

বিইউবিটি ইনভাইটেশনাল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় জবি নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল ডিবেটিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি) কর্তৃক আয়োজিত প্রথম ইনভাইটেশনাল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল ডিবেটিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

ফাইনাল পর্বে দলটি ঢাকা কলেজকে ৫–০ ব্যালটে পরাজিত করে শিরোপা নিশ্চিত করে। উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতায় দেশের ৮টি দল অংশগ্রহণ করে।

'চির অম্লান হাদী বিতর্ক উৎসব ২০২৬'–এ চ্যাম্পিয়ন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সম্প্রতি 'স্বাধীনতা বিতর্ক মঞ্চ কুমিল্লা'–এর উদ্যোগে আয়োজিত 'চির অম্লান হাদী বিতর্ক উৎসব ২০২৬' আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির বিতর্ক দল 'JnUDS হাদী'।

প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাম্পিয়ন দলের বিতার্কিকদের মধ্যে ছিলেন আইন বিভাগের মাঈন আল মুবাশ্বির, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সাদিয়া আফরোজ মীম এবং সিএসই বিভাগের মো. মেহেদী হাসান আবরার। চূড়ান্ত পর্বে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে পরাজিত করে দলটি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়াও মাঈন আল মুবাশ্বির 'ডিবেটার অব দ্য টুর্নামেন্ট' এবং 'ডিবেটার অব দ্য ফাইনাল' হিসেবে নির্বাচিত হন।

উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিসহ দেশের মোট ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক দল অংশগ্রহণ করে।

'ডিডিএফএইচ ঢাকা জেলা লীগ বিতর্ক ২০২৫'–এ চ্যাম্পিয়ন জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি

ডিবেট ফর হিউমেনিটি (ডিএফএইচ) কর্তৃক আয়োজিত 'ডিএফএইচ ঢাকা জেলা লীগ বিতর্ক ২০২৫'–এ অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি (জেএনইউডিএস)।

এই সাফল্য উপলক্ষ্যে ২২ ফেব্রুয়ারি চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্যরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম, পিএইচডি–এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ সময় উপাচার্য মহোদয় বিজয়ী দলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যতেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাম্পিয়ন দলের বিতার্কিক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শাহরিয়ার তানভীর, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ফারহান সাদিক এবং ফার্মেসি বিভাগের আবরার তানজিম। উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতায় ২৮টি দল অংশগ্রহণ করে।

নাট্যকলা বিভাগের আয়োজনে 'তৃতীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব'

'আঁধার কাটুক মঞ্চালোকে' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের আয়োজনে তিন দিনব্যাপী (১–৩ ফেব্রুয়ারি) 'তৃতীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব' বাংলাদেশ মহিলা সমিতি মিলনায়তনে প্রদর্শিত হয়।

নাট্যোৎসবে মোট ৭টি নাটক প্রদর্শিত হয়। উদ্বোধনী দিনে 'মুল্লুক', দ্বিতীয় দিনে 'ফিউগ', 'কসবি', 'দ্য স্টোরি অব আ ম্যান হু টার্নড ইনটু অ্যা ডগ' এবং সমাপনী দিন 'স্যুটকেস', 'দ্য রেইপ' ও 'চোখে আঙুল দাদা' থেকে অনুপ্রাণিত 'নক নক হ্যাভেন'।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুস সেলিম এবং উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তারিক আনাম খান। উল্লেখ্য, নাটকগুলোতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯–২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

অমর একুশে বই মেলায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন চারটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

১ মার্চ অমর একুশে বই মেলায় বাংলা একাডেমির গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন মঞ্চে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর থেকে প্রকাশিত নতুন চারটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম, পিএইচডি।

বই মেলায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন চারটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করছেন উপাচার্য ও ট্রেজারারসহ সংশ্লিষ্ট লেখকগণ

নবপ্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে– সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ড. আশেক মাহমুদ ও অধ্যাপক ড. ফারহানা জামান যৌথভাবে রচিত ‘Smartphone Addiction in Bangladesh: How School-Children are Affected’, যেখানে সমসাময়িক সমাজে স্মার্টফোন আসক্তির প্রভাব ও স্কুলশিক্ষার্থীদের ওপর এর বহুমাত্রিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ রচিত ‘বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে হাদীস চর্চা’ গ্রন্থে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে হাদিসের গুরুত্ব ও বাংলা ভাষা-সাহিত্যে এর প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মো. মেজবাহ-উল আজম সওদাগর রচিত ‘Climate Diplomacy of Bangladesh: Trends and Issues’ গ্রন্থে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ কীভাবে আন্তর্জাতিক পরিসরে ন্যায্যতা ও অভিযোজনভিত্তিক অবস্থান তুলে ধরে, তা গবেষণাভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুস সালাম রচিত ‘Voices from the Margins: Community Journalism and Development Realities in Bangladesh’ গ্রন্থটি মূলত একটি মৌলিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে প্রণীত– “দেশের প্রত্যন্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, তাদের নিত্যদিনের উন্নয়ন-সংকট, আশা ও সংগ্রাম কি মূলধারার গণমাধ্যমে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়?” গ্রন্থটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শহরকেন্দ্রিক ও বাণিজ্যিক আগ্রহের প্রাধান্যে অনেক সময় গ্রামীণ বাস্তবতা আড়ালে থেকে যায়। ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর “না-শোনা কণ্ঠ” জনপরিসরে যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না। এই প্রেক্ষাপটে উক্ত গ্রন্থ প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতা, বাস্তবতা ও সম্ভাবনাকে সামনে আনার একটি সচেতন প্রয়াস হিসেবে রচিত হয়েছে। এটি কেবল একটি গবেষণাধর্মী প্রকাশনা নয়; বরং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রতিফলন। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে শহরের বাইরে অবস্থানরত জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতাকে গুরুত্বসহকারে অনুধাবন ও মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তার ওপরই গ্রন্থটির মূল বক্তব্য গুরুত্বারোপ করেছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম, পিএইচডি বলেন, এ গ্রন্থসমূহের প্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। গবেষণাভিত্তিক এসব বই শিক্ষার্থীদের পাঠ ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষকদের জন্য সহায়ক হবে। ভবিষ্যতে আরও মানসম্পন্ন প্রকাশনা অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি অনেকাংশে তার নিজস্ব প্রকাশনার ওপর নির্ভরশীল।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জবি স্টল সাজ-সজ্জা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিলাল হোসাইন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, হল প্রভোস্ট, দপ্তরের পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সাংবাদিক প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বেগম খালেদা জিয়ার অবদান ছাড়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কল্পনাই করা যেতে না: জবি উপাচার্য

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন এক মহীয়সী ব্যক্তিত্ব ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর অবদান ছাড়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কল্পনাই করা যেত না।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ কমিটির উদ্যোগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তিনবারের সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)–এর চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রূহের মাগফিরাত কামনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে (২ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত দু'আ মাহফিলে উপাচার্য এ কথা বলেন।

বিএনপির চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রূহের মাগফিরাত কামনায় দু'আ মাহফিল

দু'আ মাহফিলের পূর্বে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম, পিএইচডি বলেন, বেগম খালেদা জিয়া কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও সহজসাধ্য নয়। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তিনি ছিলেন সততা, ঐক্য ও দৃঢ়তার প্রতীক এবং আপসহীন সংগ্রামের নেত্রী। দেশ ও জাতির জন্য তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন তাঁর বক্তব্যে বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার ইন্তেকালে এক মহাকালের মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ–পরবর্তী সময়ের শান্তির প্রত্যাশার প্রেক্ষাপটে তাঁর জন্ম, আর সেই শান্তি ও স্থিতিশীলতার আকাঙ্ক্ষা তিনি আজীবন শুধু বাংলাদেশেই নয়, দক্ষিণ এশিয়াসহ সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। একজন সাধারণ গৃহবধূ থেকে জাতির অভিভাবক হিসেবে বেগম খালেদা জিয়ার আত্মপ্রকাশ ছিল বিরল দৃষ্টান্ত। জীবনের অল্প বয়সেই স্বামীকে হারানোর গভীর বেদনা সত্ত্বেও তিনি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নেতৃত্ব দেন। এক–এগারোর মতো কঠিন সময়েও তিনি শত প্রতিকূলতার মাঝেও এ দেশের মাটি ও মানুষকে ছেড়ে যাননি।

তিনি আরও বলেন, ব্যক্তিজীবনে অসীম ত্যাগ স্বীকার করে তিনি দেশের মানুষের কল্যাণকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। সন্তান ও নিকটজন হারানোর শোক বহন করেও তিনি বাংলাদেশের ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল ভূমি, জাতীয় পতাকা ও মানচিত্রকে হৃদয়ে ধারণ করে আজীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে গেছেন। তাঁর এই দৃঢ়তা, ত্যাগ ও দেশপ্রেম জাতির জন্য চিরন্তন অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

এসময় জবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. ইমরানুল হক বলেন, বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন দল–মতের ঊর্ধ্বে উঠে দেশ ও জনগণের জন্য কাজ করা একজন রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর জানাযায় সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণই প্রমাণ করে তিনি কোনো একটি গোষ্ঠীর নন, বরং সমগ্র জাতির নেত্রী ছিলেন। তাঁর জীবন থেকে সহনশীলতা, পরিমিতিবোধ ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা শেখার অনেক সুযোগ রয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন। এছাড়া বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, পরিচালক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা–কর্মচারী, বিভিন্ন ক্রীয়াশীল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সাংবাদিক প্রতিনিধিসহ অনেকেই দু'আ মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক: অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন, উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।। পৃষ্ঠপোষক: অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, ট্রেজারার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।।
সম্পাদনায়: সম্পাদনা পর্ষদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা।। জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৬ ।। ফোন: ৯৫৩৪২৫৫, ফ্যাক্স: +৮৮০-০২-৭৪১১৮৪৯, www.jnu.ac.bd
প্রকাশনায়: জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়